হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ২৩৯১/২০০৫

মোঃ বারেক হোসেন
----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-
রাষ্ট্র ও অন্য
------প্রতিপক্ষদ্বয়

এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল আলম
---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান
----------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ১২.০২.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ৫৮/১৯৯৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০০৫ তারিখে রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদরাী আপীল।

অত্র আপীলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

আপীলকারী মোঃ বারেক হোসেন চট্টগ্রাম হালিশহর কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামের ২৫ নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় বিগত ইংরেজী ২৬.০৫.১৯৯১ তারিখ হতে বিগত ইংরেজী ১৭.০৬.১৯৯৪ তারিখের মধ্যে উক্ত গুদামস্থ মালামালের বাস্তব প্রতিবেদনে গুদামের ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামালে ৬.২০৬ মেট্রিক টন চাউল মূল্য ৭০,৩৭৬/০৪ টাকা সীমাতিরিক্ত ঘাটতি পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম ডিএবিইআর নং ২২০/৯৪ মুলে ডিএবি পরিদর্শক জনাব দুর্গাদাস রায় প্রাথমিক অনুসন্ধানে অভিযোগ সত্য পেয়ে বাদী হয়ে আপীলকারীর বিরুদ্ধে অত্র এজাহার দায়ের করেন।

অদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত পেয়ে অভিযোগ দাখিলের সুপারিশ করে এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপক্ষে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক আপীলকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৪০৯ এবং ১৯৪৭ সালের

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করে আপীলকারীকে পড়ে শুনানো হলে আপীলকারী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে প্রসিকিউশন পক্ষ ১৪ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করান। সাক্ষ্য সমাপান্তে আপীলকারীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আদালত পরীক্ষা করলে আপীলকারী দোষ স্বীকারে অস্বীকার করে সাফাই সাক্ষ্য দিবেন না মর্মে জানান। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ৫৮/১৯৯৭ (পাহাড়তলী থানার মামলা নং ২১ তারিখ ২৯.০৯.১৯৯৪, ডি,এ,বি, জি,আর মামলা নং ৭০/১৯৯৪ হতে উদ্ভূত)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০০5 তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্থ করে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ২(দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৭০,৩৭৬(সত্তর হাজার তিনশত ছিয়াত্তর) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৩(তিন) মাস সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী অত্র ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করলে আপীলটি শুনানীর জন্য গৃহীত হয়।। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল আলম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল আলম নিবেদন করেন যে, অত্র মোকদ্দমার এজাহার, অভিযোগপত্র, রায় এবং পি,ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্যে মোকদ্দমার ঘটনার সময় ভিন্নতা স্পষ্ট। ফলে মোকদ্দমার ঘটনার সময় ভিন্নতার কারনে অত্র আপীলকারী মোঃ বারেক হোসেন মোকদ্দমার দায় হতে খালাস পেতে হকদার। শামসুল হক চৌধুরী বনাম-সরকার[(৩৯ ডিএলআর(১৯৮৭)] পাতা-৩৯৩, মোঃ মজিবুর রহমান বনাম-রাষ্ট্র [(৮বিএলটি (এডি)] ২০০০ পাতা-১৯১ এবং অপ্রকাশিত মোকদ্দমা ফৌজদারী আপীল নং ২৯৬০/২০০৫-এ প্রদত্ত রায় উপস্থাপন পূর্বক নিবেদন করেন যে, উপরিল্লিখিত রায়ের আলোকে অত্র মোকদ্দমায় আপীলকারী খালাস পেতে হকদার। অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। ফৌজদারী আপীলের দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জহিরুল আলম এবং ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৫৮/১৯৯৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০০5 তারিখের রায় নিম্মে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *‘‘প্রসিকিউশন পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষেপে এই আসামী মোঃ বারেক হোসেন বিগত ০৩/১০/৯০ খ্রিঃ তারিখ হইতে চট্টগ্রাম শহরস্থ হালিশহর কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামের ২৫নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিগত ২৬/০৫/৯৪ খ্রিঃ হইতে ১৭/৬/৯৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উক্ত গুদাম সহ মালামালের বাস্তব প্রতিপালন করিয়া গুদামের ১৬৫/১০০৯৬৩নং খামালে ৬.২০৬ মেঃ টন যাহার তৎকালীন মূল্য প্রতি মেঃ টন ১১,৩৪০/- টাকা হিসাবে ৭০,৩৭৬/০৪ টাকা সীমাতিরিক্ত ঘাটতি পাওয়া যায়। ডিএবি পরিদর্শক জনাব দূর্গা দাস রায় চট্টগ্রাম ডিএবিই, আর নং-২২০/৯৪ মুলে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে অভিযোগ এর সত্যতা প্রতীয়মান হওয়ায় বাদী হইয়া আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা এজাহার দায়ের করেন। এজাহারকারী পরিদর্শক দূর্গাদাস রায় মোকদ্দমার তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া ২৫নং গুদাম হইতে খামাল কার্ড, গুদামের বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন, গোডাউন লেজার সহ অন্যান্য কাগজাদি জব্দ করেন। পরবর্তীতে তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ায় পরিদর্শক সাইফ মাহমুদ তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ, ঘটনাস্থল পরিদর্শন, রেকর্ডপত্র জব্দ করা সহ তদন্ত সমাপ্ত অন্তে অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হইয়াছে উল্লেখে চার্জশীট দাখিলের সুপারিশ ক্রমে সাক্ষ্য স্মারক লিপি দাখিল করেন। পরবর্তীতে সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। বিগত ০৬/১০/৯৮খ্রিঃ তারিখে প্রকাশ্য আদালতে আসামী মোঃ বারেক হোসেন বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন ক্রমে আসামীকে পড়িয়া শুনানো হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী ক্রমে বিচার প্রার্থনা করেন। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে প্রসিকিউশন পক্ষ মোট ১৪ জন সাক্ষীকে উপস্থিত ক্রমে পরীক্ষা করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমাপ্ত হওয়ার পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে পরীক্ষ করা হয়। আসামী দোষ স্বীকারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ক্রমে তৎপক্ষে কোন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করিবেন না মর্মে আদালতকে অবহিত করেন। তবে কিছু কাগজপত্র দাখিল করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের জেরার ধারা হইতে আসামীপক্ষের বক্তব্য যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা হইল আসামীর বিরুদ্ধে আত্নসাত এর আনীত অভিযোগটি আদৌ সঠিক নহে। কথিত ঘাটতির যুক্তিসঙ্গত কারন ছিল। **বিচার্য** আসামী মোঃ বারেক হোসেন, হালিশহর, সি.এস, ডির ২৫নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় ৭০, ৩৭৬/০৪ টাকা মূল্যের ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল আত্নসাৎ ক্রমে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা সহ ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে দোষী কিনা?

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিচার্য বিষয়ের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত *প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানে নিমিত্তে মোট ১৪ জন সাকষীকে উপস্থিত ক্রমে পরীক্ষা করেন। এজাহারকারী দূর্গা দাস রায় প্রসিকিউশন পকেষর ১নং সাক্ষী হিসাবে তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি বিগত এপ্রিল/৯২ হইতে মার্চ ৯৫ পর্যন্ত ডিএবি চট্টগ্রামে পরিদর্শক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। চট্টগ্রাম ডি.এবি.ই.আর ২২০/৯৪ তাং ১৪/০৭/৯৪ প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য তাহার নামে হাওলা করা হয়। উক্ত অনুসন্ধানে রেকর্ডপত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, জনাব বারেক হোসেন গত ০৩/১০/৯০ খ্রিঃ হইতে হালিশহর কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামের ২৫নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন। গত ২৬/০৪/৯৪ খ্রিঃ হইতে ১৭/০৬/৯৪ খ্রিঃ এর মধ্যে উক্ত গুদাম সকল সরকারী মালামাল ১০০% ওজন ও গণনায় বাস্তব যাচাই করা হয়। উক্ত যাচাইয়ের প্রতীয়মান হয় যে, গুদামের খামাল নং-১৬৫/১০০৯৬২ এ বস্তায় ৬,২০৬ মেঃ টন চাউল যাহার মূল্য তৎকালীন প্রতি মেঃ টন ১১৩৪০/- টাকা হিসাবে ৭০,৩৭৬/০৪ টাকা ঘাটতি পাওয়া যায়। উক্ত ঘাটতির অপরাধের জন্য তিনি বাদী হইয়া ২৯/৯/৯৪ খ্রিঃ ও/সি পাহাড়তলী বরাবরে লিখিত এজাহার (প্রদঃ ১) দায়ের করেন। যাহাতে তাহার সহি আছে (প্রদঃ ১/১)। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে পাহাড়তলী মামলা নং-২১, তাং ২৯/৯/৯৪ দায়ের করা হয়। তিনি তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া হালিশহর সি.এস ডির ২৫নং গুদাম হইতে খামাল কার্ড জব্দক্রমে জব্দ তালিকা (প্রদঃ ২) তৈরী করেন। যাহাতে তাহার সহি প্রদঃ ২/১। আলামত খামাল কার্ড এর ফটোকপি (প্রদ-৩) গুদামের বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন ১৭/৬/৯৪ (প্রদ-৪) গোডাউন লেজার জব্দ করেন। তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ায় কেইস ডাইরী বুঝাইয়া দেন। মুল আলামত জিম্মায় দেওয়া আছে। ই.আর সংক্রান্ত কাগজ অন্য মামলায় দাখিল আছে।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। shortage এবং Misappropriation আইনের ভাষায় একই গোডাউনের মালামাল আদান প্রদান openly হইয়া থাকে। এই মামলায় আসামী তখন, কত, তারিখে, কি ভাবে গম আত্নাসৎ করে তাহা specific বলিতে পারিবেন না। আত্নাসৎ করার ব্যাপারে হাতে নাতে ধরার কোন কাগজপত্র নাই। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করা হয়। ২৫নং গুদামের মালামাল যাচাই তিনি ব্যক্তিগত ভাবে করেন নাই। খাদ্য বিভাগ কমিটির মাধ্যমে যাচাই করে। খাদ্য বিভাগের মালামাল আদান প্রদানের প্রক্রিয়া Team Work নহে। কর্তৃপক্ষের আদেশ ছাড়া আসামী কোন মালামাল আদান প্রদান করিতে পারেন না। কর্তৃপক্ষ ম্যানেজার, সহঃ ম্যানেজার, বক্ষক পরিদর্শক। ২৫নং গুদামের মালামাল কে পরিমান করে তাহা বলিতে পারেন না। গুদাম এলাকা Restricted Area মোট কতটি*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গেইট তাহা বলিতে পারিবেন না। ঐ এলাকায় নিরাপত্তা প্রহরী আছে, তবে কতজন জানেন না। গোপন পথ আছে কিনা জানেন না। গুদাম কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের আদেশ মতে মাল গ্রহন ও ডেলিভারী দেওয়ার বাইরে তাহার আর কোন দায়িত্ব থাকার কথা নহে। গুদাম ইনচার্জ অফিস শেষে চাবি সীল গলা করিয়া ম্যানেজারের কাছে রাখিয়া যান এবং সকালে কাজে আসিয়া ম্যানেজার সাহেবের নিকট হইতে চাবী গ্রহন করেন। তিনি ম্যানেজার সহঃ ম্যানেজার, ব্লক পরিদর্শককে আসামী করেন নাই। ব্লক পরিদর্শকের কোন দায়িত্ব ছিল না। সমসাময়িক কালে একাধিক গুদামের মালামাল আত্মসাতের জন্য একাধিক মামলা করা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে যে, অনেক গুদামের মালামাল ঘাটতি হইলেও বশীভূত হইয়া কেবলমাত্র কয়েকটি গুদামের ব্যাপারে মামলা করেন। এই মামলা দায়ের করার সময় বিভাগীয় অনুমতি নেওয়া হয়। একটি অটোমেটিক ওয়েরিং মেশিন আছে কিনা ও ঐ গুদামে চেক পোষ্ট আছে কিনা খেয়াল নাই। গম ও চাউল পচনশীল নহে, তবে গুনগত মান নষ্ট হইতে পারে। গুনগত মান নষ্ট হইলে ওজন কমে কিনা বলিতে পারিবেন না। গম চাউল পোকার কামড়ে আক্রান্ত হইলে নষ্ট হয়। প্রতিকারের বিধান আছে। কত হিউমিউটি হইলে চাউল গম নষ্ট হয় বলিতে পারিবেন না। গুদামের একটি নির্দিষ্ট লিমিট পর্যন্ত Shortage খাদ্য বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত। ১০০% ওজন করার কথা এজাহারে বলেন নাই। বাস্তব যাচাই কে করে এজাহারে উল্লেখ নাই। ম্যানেজার অফিস এবং সি.এস.ডি গোডাউন একই compound-এ। Shortage মানে ঘাটতি। আত্মসাৎ মানে হেফাজত কারী কর্তৃক নেওয়া। আসামী আত্মসাৎ করার ঘটনা না করা স্বত্বেও মিথ্যা ভাবে জড়াইয়া মিথ্যা মামলা দায়ের করার আসামী পক্ষের সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ মোহাফেজ আলী তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বি্গত ১১/০১/৯৩ খ্রিঃ হইতে চট্রগামে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাহার কর্মকালে হালিশহর সি.এস.ডি গুদামের মালামালের বাস্তব যাচাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি গঠনের আদেশ প্রদঃ ৫। উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৫/১। তৎকালীন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আঃ হায়াত খান ঐ কমিটির প্রধান ছিলেন। কমিটি বাস্ত্মব প্রতিপালন করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন (প্রদ-৬) ১২নং ক্রমিক অত্র মামলা সংক্রান্ত। রিপোর্ট পাওয়ার পর বিভাগীয় ব্যবস্থা হিসাবে বিভাগীয় মামলা রুজু করিয়া খসড়া খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরন করেন। ৩০শে অক্টোবর ১৯৯৫ সনে রাজশাহী বদলী হইয়া যান। বাস্তব যাচাই এ ২৫নং গুদামে বস্তায় ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল ঘাটতি ধরা পড়ে। উক্ত গুদামের দায়িত্বে আসামী আঃ বারেক ছিলেন। আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী (পি.ডব্লিউ-২) বলেন, তিনি চট্টগ্রাম

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিভাগীয় খাদ্য বিভাগের সুপারভাইজিং কর্তৃপক্ষ। তিনি বাস্তব প্রতিপালনের সময়, পরিমান করার সময় উপস্থিত ছিলেন। খাদ্য বিভাগের কাজ মানেই Team Work উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ম্যানেজার এর আদেশ ছাড়া গুদাম কর্মকর্তা কোন কাজ করিতে পারেন না। দায়িত্ব delegate করা যায়। গুদামে মালামাল আনা নেওয়ার ইনভেয়স ম্যানেজারের নামে হয়। ম্যানেজার মালামালের সর্বসময় হেফাজতকারী নহে। তিনি দায়িত্ব বন্টন করেন। গুদাম কর্মকর্তা সাধারণত ম্যানেজার সাহেবের আদেশ ছাড়া কোন মালামাল আদান প্রদান করিতে পারেন না। সি.এস.ডি গোডাউন সংরক্ষিত এলাকা। এখানে মালামাল আনা নেওয়ার জন্য একটি পথ আছে। একটি চেক পোষ্ট গেইট অবস্থিত। এখানে দারোয়ান, আনছার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে। এখানে ট্রাক ওয়েরিং মেশিন আছে। ট্রাক সহ ওজন হয়। সি.এস ডি সহ বিভাগীয় খাদ্য কর্মকর্তা হিসাবে সুপারভিশন করা তাহার দায়িত্ব। তিনি কত দিন পর পর পরিদর্শন করবেন এমন কোন বাধা ধরা নিয়ম নাই। পরিবেশ গত কারণে পোকা মাকড় প্রাকৃতিক কারণে গুদামের চাউল গম নষ্ট হইতে পারে। পোকা মাকড়ে খাইলে প্রাকৃতি কারণে নষ্ট হইলে এবং দীর্ঘদিন থাকায় আদ্রতার ও তাপমাত্রার কারণে অনেক সময় মালামালের ওজন কম বেশী হইতে পারে। গুদামের মালামাল ঘাটতি সংক্রান্ত সরকারী নিয়মের সার্কুলার আছে। সীমিত ও সীমাতিরিক্ত ঘাটতির জন্য Enquiry সাপেক্ষে সার্কুলার আছে। গুদাম কর্মকর্তার উপরে ব্লক পরিদর্শক, সহঃ ম্যানেজার এবং ম্যানেজার আছে। সি.এস ডির কাজ চেইন অব কমান্ড এ হয়। দায়িত্ব ভাগ করা আছে। সবার রেসপনসিবল থাকে। কিন্তু সবার জন্য পৃথক ভাবে shortage এবং Misappropriation ভিন্ন অর্থ। তিনি আসামী মোঃ বারেক পুর্ন বর্হালের আদেশ ইস্যু করেন (প্রদ-ক)। উহাতে তাহার সহি আছে। (প্রদঃ ক/১/২) আসামী কর্তৃক ২৫নং গুদাম হইতে মালামাল গোপনে আত্নাসৎ করার কথা তাহার জানা নাই। আসামী বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করার কথা তাহার জানা নাই। এই আসামী বিশ্বাস ভংগ করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করার কথা তাহার জানা নাই। এই আসামী মালামাল আত্নাসৎ না করা সত্বেও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়ার কথা তাহার জানা নাই। *প্রসিকিউশন পক্ষের ৩নং সাক্ষী আবুল হায়াত খান তাহার জবাববন্দিতে বলেন, তিনি ফেব্রু/৯৩ হইতে আগষ্ট/৯৪ পর্যন্ত্ম জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম তাহার ১৮/৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখের ৭৭নং স্মারকে তাহাকে আহবায়ক করিয়া ১১ সদস্যের ভেরিফিকেশন টিম গঠন করিয়া হালিশহর ১৭টি গুদামের মালামালের যাচাই করিয়া প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। সেই মতে আসামী বারেক হোসেনের দায়িত্বে থাকা ২৪ ও ২৫নং গুদাম*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভেরিফিকেশন এর জন্য জনাব মোঃ মনছুর, থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কারিগরিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। আঃ মনছুর মোকদ্দমা সংক্রান্ত ২৫নং গুদাম যাচাই করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিলে অত্র গুদাম কর্মকর্তা বারেক হোসেনের নিয়ন্ত্রনাধীন ২৫নং গুদামের খামালে ২৯ কেজি সীমিত ঘাটতি পাওয়া যায় এবং চাউলের খামালে ভেরিফিকেশন ঘাটতি পাওয়া না গেলেও রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ভেরিফিকেশন এর অব্যবহিত পূর্বে ম্যানেজার হালিশহর সি.এস.ডি বারেক হোসেনের গুদামের চাউলের খামাল পুনঃ ওজনে ৬ টন ২০৬ কেজি চাউলের ঘাটতি পাইয়াছেন যাহার মূল্য ৭০,৩৭৬/০৪ টাকা। আঃ মনছুরের রিপোর্ট এর প্রেক্ষিতে গুদাম কর্মকর্তা বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি স্মারক নং-১৫ তাং ৩০/০৬/৯৪ মাধ্যমে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কাছে তিনি রিপোর্ট দাখিল করেন। তাহার দাখিলকৃত রিপোর্ট প্রদঃ ৬ সিরিজ। উহাতে তাহার সহি প্রদঃ ৬/১। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসাবে হালিশহর খাদ্য গুদাম তদারকির দায়িত্ব ছিল না। মাঝে মাঝে পরিদর্শনে গিয়াছেন। তিনি তদন্ত কমিটি গঠনের কতদিন পূর্বে পরিদর্শনে যান মনে নাই। আঃ মনছুর সাহেব এই প্রতিবেদন (প্রঃ-১) দিয়াছেন। তিনি প্রতিবেদন (প্রদ-৪) দেখিয়াছেন। খামাল কার্ড (প্রদ-৩) এই রিপোর্ট (প্রদ-৪) তাহা দেওয়া হয়। উক্ত প্রতিবেদনের পূর্বে আসামী কর্তৃক খাদ্য শস্য আত্নসাৎ করা হয়। অভিযোগ পান নাই। ২৯ কেজি মাল shortage ঘাটতি হওয়া সীমিত। কিন্তু ৬ টন ২০৬ কেজি চাউল ঘাটতি সীমাতিরিক্ত। খাদ্য শস্য পচনশীল দ্রব্য। ম্যানেজার সি.এস.ডি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট খামাল কার্ডে (প্রদ-৩) উল্লেখ আছে। গুদামের ঘাটতি ও আত্নসাৎ এক কথা নহে। **Abnormal** ঘাটতি হইলে আত্নসাৎ ধরা হয়। এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সার্কুলার আছে কিনা তাহার জানা নাই। ইহা সত্য নহে বারেক হোসেন মালামাল আত্নসাৎ করেন নাই। কি প্রাকৃতিক কারণে এই ঘাটতি হইয়াছে। ইহা সত্য নহে যে, এই ঘাটতি খাদ্য বিভাগ স্বাভাবিক ভাবে অনুমোদন করে। ইহা সত্য নহে এই আসামী উক্ত ঘাটতির জন্য দায়ী নহে। ২% ঘাটতি অনুমোদন হইতে পারে। ইহা সত্য নহে ২% এর বেশী হইলে ও সরকার কর্তৃক অনুমোদন করার বিধান আছে। ইহা সত্য নহে তাহাদের ভেরিফিকেশন এর সময় হালিশহরে ৪০টি গুদাম ঘাটতি পাওয়া যায়। প্রসিকিউশন পক্ষের ৪নং সাক্ষী মোঃ আবুল মনছুর তাহার জবানবন্দিতে বলেন, মামলার সময় থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (টেকনিক্যাল) হিসাবে চট্টগ্রাম জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসে কর্মরত থাকাকালীন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে হালিশহর সি.এস.ডি ২৪/২৫নং গুদামে খাদ্য শস্যের ১০০% ওজনে মালামালের বাস্তব প্রতিপালন করেন। প্রতিপালনের সময় তাহাকে সহযোগীতা করেন বাবু প্রনয়ন চাকমা, খাদ্য পরিদর্শক পাঁচলাইশ।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রতিপাদন কালে ২৪/২৫নং খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা বারেক হোসেন ও শামসুর রহমান সহকারী খাদ্য পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিপাদনে গুদাম যে সব মালামাল পাওয়া যায় তাহা ১০০% ওজন করা হয়। ওজন কালে যে সমস্ত ঘাটতি পাওয়া যায় এবং মালামাল পাওয়া যায় তাহা গুদাম কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তাহার স্বাক্ষরে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরন করা হয়। উক্ত প্রদঃ ৪ রিপোর্টে তাহার সহি প্রঃ ৪/১। ২৫নং গুদাম এর ১৬৫নং খামালে চাউল (আমন সিদ্ধ) ঘাটতির পরিমান ৬ টন ২০৬ কেজি। বারেক হোসেন, মাহফুজুর রহমান, বাবু প্রনয়ন চাকমা এবং তাহার স্বাক্ষরে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি থানা কন্ট্রোলার (টেকনিক্যাল) ছিলেন। টেকনিক্যাল সাইড তিনি দেখিতেন। ১৯৭১ সাল হইতে গুদামের মালামাল পরিদর্শন ও মালামালের গুনগত মান পরীক্ষারত তাহার অভিজ্ঞতা আছে। মালামাল পরীক্ষার সময় তিনি টিম লিডার ছিলেন। তিনি গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কখনও কাজ করেন নাই। গমের ওজন নেওয়া হইয়াছিল। গুনগত মান ছিল Disdi-3। প্রনয়ন চাকমা তাহার সহিত ছিল। গুদামের স্থায়ী শ্রমিকেরা তাহাদের উপস্থিতিতে মাপ/ওজন করিয়াছিল। প্রাকৃতিক কারণে মালের ওজন কমিতে পারে। কিন্তু তার একটা নিয়ম আছে। এই বিষয়ে খাদ্য বিভাগের নিজস্ব একটা নিয়ম আছে। আত্নসাত বিষয়ে তাহাকে কোন দায়িত্ব নেওয়া হয় নাই। গুদামে ঘাটতি এবং আত্নসাৎ এক জিনিস নয়। ২৫নং গুদামের ওজনের সময় ছিলেন। সত্য নহে যে মাল প্রাকৃতিক কারণে ঘাটতি হইয়াছিল। সত্য নহে যে, আসামী বারেক হোসেনের মাল আত্নসাতের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। তিনি শুধুমাত্র ২৪ ও ২৫নং গুদামের মালের ওজন ও গুনগত মান পরীক্ষা করেন। সত্য নহে যে, আসামী বারেক কোন মাল আত্নসাৎ করে নাই। সত্য নহে যে, Act of God হিসাবে কমতি হইয়াছে গুদামে। প্রসিকিউশন পক্ষের ৫নং সাক্ষী এ.কে.এম আমিনুল আলম তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি গত ১৯৯৩ জুন থেকে মে ৯৫ পর্যন্ত DACO হিসাবে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। পরিদর্শক দূর্গাদাস রায় ২৪/৭/৯৪খ্রিঃ তারিখে হালিশহরে ১৭/১৮টি খাদ্য গুদামের বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য আত্নাসাৎ বিষয় জ্ঞাত করেন। তিনি উক্ত সোর্স/তথ্য কে ই আর নং-২২০/৯৪ এর অন্তর্ভুক্ত করে। পরিদর্শক দূর্গা দাস রায়কে অনুসন্ধান শেষে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেন। পরে প্রতিবেদন দাখিল করার পর এই মামলা সহ মোট ১৬টি মামলা রুজু হয়। রুজুকৃত মামলাগুলি পরিদর্শক দূর্গাদাস রায়কে তদন্ত করার জন্য হাওলা করা হয়। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি নিজে মামলা তদন্ত করেন নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের ৬নং সাক্ষী এ.এস.এম শাহজাহান তাহার

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জবানবন্দিতে বলেন, তিনি গত ৭/৩/৯৫ খ্রিঃ তারিখে হালিশহর সি.এস ডি তে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা সামনে কিছু কাগজপত্র জব্দ করতঃ জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করেন। জব্দ তালিকায় তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ২/২। *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, জব্দ করা ছাড়া মামলা সম্পর্কে কিছু জানেন না। প্রসিকিউশন পক্ষের ৭নং সাক্ষী মোঃ আব্দুস ছোবহান তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার সময় বিগত ০৩/১০/৯৬খ্রিঃ তারিখে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিস, চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে দূর্ণীতি দমন অফিসার তাহার সামনে কিছু কাগজপত্র জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ৭। উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৭/১।* *আসামী পক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন তিনি জব্দ তালিকা ছাড়া মামলা সম্পর্কে কিছু জানেন না।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৮নং সাক্ষী মোঃ শামসুল হক তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি বিগত ০৩/১০/৯৬খ্রিঃ তারিখে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অফিসে প্রধান সহকারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে দুর্নীতি দমন অফিসার কিছু কাগজপত্র জব্দ ক্রমে জিম্মায় প্রদান করেন। উক্ত জিম্মানামা প্রদঃ ৮। উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৮/১। জিম্মাকৃত নথি নং-১/১১১/৯৪-৯৮ এর ৫নং পাতা এর ফটোষ্টাট কপি প্রদঃ ৯।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি মামলা সম্পর্কে কিছু জানেন না। প্রসিকিউশন পক্ষের ৯নং সাক্ষী মোঃ সিরাজউদৌলা তাহার জবানবন্দিতে বিগত ১৫/০৯/৯৬খ্রিঃ তারিখে হালিশহর সি.এস.ডি গুদামে কর্মরত ছিলেন। উক্ত তারিখে দূর্নীতি দমন অফিসার তাহার সম্মুখে কিছু কাগজপত্র জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদঃ ১০ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর ও প্রদঃ ১০/১।* *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, জব্দ করা ছাড়া তিনি কিছু জানেন না। প্রসিকিউশন পক্ষের ১০নং সাক্ষী সাইফ মাহমুদ তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ৬/৪/৯৫ খ্রিঃ তারিখ থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত চট্টগ্রাম ডিএবিতে পরিদর্শক হিসাবে কর্মকর্তা ছিলেন। অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা দূর্গা দাস রায় বদলী জনিত কারণে অন্যত্র চলিয়া গেলে তিনি বিগত ৮/৪/৯৫খ্রিঃ তারিখে অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহন করেন। তদন্তভার করেন। তদন্তকালে আসামী সহ সাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার রেকর্ড করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রেকডপত্র জব্দ করেন। বিগত ০১/১০/৯৬ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকায় প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রদঃ ৭/২। বিগত ১৬/৯/৯৬খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকায় তাহার প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রদঃ ১০/২। বিগত ১৯.০৯.৯৫ খ্রিঃ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদঃ ১১ এবং উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ১১/১। আলামত জিম্মায় দেওয়া হয়। তদন্তে আসামীর*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় চার্জশীট দাখিলের সুপারিশক্রমে মেমো অব এভিডেন্স দাখিল করেন। পরে সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া বিগত ২৪/১০/৯৬খ্রিঃ তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নং-১৫১ দাখিল করেন।

আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, হালিশহর সি.এস.ডি গুদাম একাধিকবার পরিদর্শন করিয়াছেন্ সি.এস.ডি গুদামের সর্বময় দায়িত্বে থাকেন ম্যানেজার। গোডাউন ইনচার্জ আসামী বারেক হোসেনের তদারকির দায়িত্বে ছিলেন সহঃ ম্যানেজার ও ম্যানেজার। তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। তিনি খাদ্য গুদামের মালামাল আদান ও প্রদানের ডকুমেন্ট দেখিয়াছেন। ম্যানেজারের নির্দেশে মালামাল আদান প্রদান হয়। ২৫নং গুদামের ডিও এবং ইনভয়েস পরীক্ষা করেন নাই। সি. এস ডি সংরক্ষিত এলাকা। সি.এস.ডি প্রধান ফটকে চেক পোষ্ট আছে এবং গুদাম থেকে মাল বাহিরে গেলে গেটে অটোমেটিক মেশিনে ওজন হয় এবং রেকর্ড থাকে। উক্ত চেক পোষ্টের রেকর্ড যাচাই করেন নাই। সত্য নয় আসামী কোন মালামাল আত্নসাৎ করেন নাই। এবং সঠিক ভাবে তদন্ত না করিয়া মিথ্যা চার্জশীট দাখিল করেন।

প্রসিকিউশন পক্ষের ১১নং সাক্ষী আমিনুর রসুল তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি ১৯৯২ সাল হইতে ১৯৯৫ সালের মার্চ পর্যন্ত হালিশহর সিএসডি এর সহকারী ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সহকারী ব্যবস্থাপক্ষের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নির্ধারিত না হওয়ায় ব্যবস্থাপক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিতেন। তিনি ব্যবস্থাপকের নির্দেশ মোতাবেক মাঝে মাঝে সিএসডি গুদাম সমূহ তদারকী করিতেন। ২৪ ও ২৫নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বারেক হোসেন এর কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় বিভিন্ন তারিখের পত্রে তাহা ব্যবস্থাপক অবহিত করেন। আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন সিএসডি এলাকাটি সংরক্ষিত এলাকা সিএসডি তে একটি চেক পোষ্ট আছে। উক্ত চেক পোষ্টে একটি অটোমেটিক ওয়েরিং মেশিন আছে। তাহার রিপোর্ট গুলি অফিসে থাকার কথা। সত্য নহে তাহার কথিত রিপোর্ট প্রদানের উক্তি সঠিক নহে।

প্রসিকিউশন পক্ষের ১২নং সাক্ষী আব্দুল নবী তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি বিগত ০৭/০৩/৯৫খ্রিঃ তারিখে চট্টগ্রামস্থ হালিশহর সিএসডি, সাব ইন্সপেক্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঐ তারিখে দূনীতি দমন ব্যুারোর পরিদর্শক দূর্গাদাস রায় ও তৎকালীন হালিশহর সিএসডি এর পরিদর্শক জনাব শাহজাহান এর নিকট হইতে কিছু কাগজপত্র জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করেন এবং ঐ অফিসে উপ-পরিদর্শক মনোরঞ্জনের নিকট জিম্মা প্রদান করেন। প্রদ-২ জব্দ তালিকার সাক্ষীর ২নং ক্রমিকের তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ২/৩। বিগত ১৬/০৯/৯৬খ্রিঃ তারিখে দূর্নীতি দমন কর্মকর্তা হালিশহর সিএসডি এর উপ-পরিদর্শক জনাব মনোরঞ্জন পাল কর্তৃক উপস্থাপিত কিছু কাগজপত্র জব্দ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

তালিকা মুলে জব্দ করেন এবং মনোরঞ্জন পালের নিকট জিম্মা প্রদান করেন। প্রদঃ ১০ জব্দ তালিকায় সাক্ষীর ২নং ক্রমিকে তাহার স্বাক্ষর প্রদ: ১০/৩। জব্দকৃত কাগজাদি আদালতে উপস্থিত করা আছে।

আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি অত্র মামলা বিষয়ে ও জব্দকৃত কাগজাদির বিষয় কিছুই জানেন না।

প্রসিকিউশন পক্ষের ১৩নং সাক্ষী প্রনয়ন চাকমা তাহার জবানবন্দিতে বলেন তিনি ১৯৯৪ সাল হইতে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, চট্টগ্রামে খাদ্য পরিদর্শক পদে কর্মরত ছিলেন। হালিশহর সিএসডি এর ২৪ ও ২৫নং গুদাম বাস্তব যাচাই এর জন্য যে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়, তিনি ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তাহারা কমিটির সদস্যগন ২৬/৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৭/৬/৯৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বর্ণিত গুদাম দ্বয়ের মালামালের বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন পেশ করেন। ঐ সময় ২৪ ও ২৫নং গুদামের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন আসামী বারেক হোসেন। বারেক হোসেন তাহাদের সহিত প্রতিবেদন স্বাক্ষর করেন। প্রদঃ ৪ বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪/২। ওজন ক্রমে গুদামে যে মালামাল পাওয়া যায় তাহাই প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। তাহারা প্রতিবেদন প্রস্তুতক্রমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রামের নিকট দাখিল করেন।

আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, মালামাল গ্রহন, মজুদ, বিতরণ ও ঘাটতি প্রথমে Load & unload advice পরে খামাল কার্ড ও লেজারে রেকর্ড করা হয়। ১৩টি খামাল ওজন করার সময় উপস্থিত ছিলেন। তাহারা বাস্তব যাচাই করার সময় পূর্বে ঘাটতি সংক্রান্ত বিষয় ও তাহাদের রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন। অনুমোদিত ঘাটতি সম্পর্কে সরকারী সার্কুলার আছে। খামাল কার্ড নং-১৬৫/১০০৯৬৩ (চাউল) এর ঘাটতি সম্পর্কিত পূর্বের রিপোর্টে তাহাদের তদন্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সত্য নহে তাহারা সকল খামালের ঘাটতির বাস্তব যাচাই করেন নাই, কি শুধুমাত্র উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে রিপোর্ট স্বাক্ষর করেন। তাহারা বাস্তব যাচাই কালে গুদামের Godwon ledger (G,L) ও খামাল কার্ড পর্যালোচনা করিয়াছেন ঐ সকল রেজিংতে কোন নোট করেন নাই। তাহারা সাদা কাগজে প্রতিবেদন দিয়াছেন। অনান্য গুদাম পরিদর্শনেও shortage পাওয়ার কথা শুনিয়াছেন। ইহা সত্য নহে তিনি সকল খামাল এর বাস্তব ওজন না করিয়া মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। ইহা সত্য নহে কথিত ঘাটতির সঙ্গত কারণ ছিল।

প্রসিকিউশন পক্ষের ১৪নং সাক্ষী এ,কে.এম ফজলুর রহমান তাহার জবাবন্দিতে বলেন, বিগত ১৩/৪/৯৩ খ্রিঃ তারিখ হইতে ২০/০৬/৯৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত হালিশহর সি.এস.ডি এর ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাহার কার্যকালীন ২৪ ও ২৫নং খাদ্য গুদামের দায়িত্বে ছিলেন আসামী মোঃ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বারেক হোসেন। ঐ সময় বারেক হোসেনের দায়িত্বাধিন ২৪ ও ২৫নং খাদ্য গুদামে মালামাল ঘাটতি উদঘাটিত হয়। তাহার উপস্থিতিতে বিগত ১৩/০৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৭/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিমান করা হয়। ২৪নং গুদামে ৪০.১৭২ মেঃ টন গম এবং ২৫নং গুদামে ৬.২০৬ মেঃ টন চাল ঘাটতি পাওয়া যায়। তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ার পর একটি কমিটি গঠন করা হয়। আরো ঘাটতি উদঘাটিত হয়। ২৫নং গুদামে ওজন পরিমান, ঘাটতি সম্পর্কিত খামাল কার্ডে তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। প্রদ: ৩(১৬৫/১০০৯৬৩নং খামার কার্ড)-তে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/১। *আসামীপক্ষের জেরায় সাক্ষী বলেন, shortage ও মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি খাদ্য বিভাগে হয়। বিভাগীয় মামলায় যদি মাত্রারিক্তি ঘাটতির জন্য বেতন কর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তবে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে বেতন হইতে কর্তন করা হইয়া থাকে। অত্র মোকদ্দমার অনুরুপ ঘাটতির ক্ষেত্রে বেতন হইতে কর্তন হইয়াছে। ষ্টকে ২% এর অতিরিক্ত ঘাটতির ক্ষেত্রে অবলোপনের এখতিয়ার মন্ত্রণালয়ের। তিনি ওজন ক্রমে বর্ণিত ২টি গুদামে ঘাটতি পাইয়াছেন। তবে তাহা চুরির কারণে হইয়াছে কিনা তাহা বলিতে পারিবেন না। ১৮/১১/৯৩খ্রিঃ তারিখ ৪৯৯০ (৫০নং স্মারক মুলে) কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক প্রেরনের পত্রটি তাহার। উহা প্রদ: ১২। সত্য নহে তাহাকে দেখানো পত্রের মুল কপি সমূহ তাহার বরাবরে প্রেরন করা হইয়াছে। তিনি ২৪ ও ২৫নং গুদামের সবগুলি খামালের মালামাল ওজন ও পরিমান করেন নাই। ইহাই হইল আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্ত প্রসিকিউশন পক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য। প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায়, প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে ৭০,৩৭৬.০৪ টাকা মূল্যের ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল আছে। আত্মসাতের অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানে সক্ষম হইয়াছে কিনা তাহা নিরুপন করা যাক।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ১নং সাক্ষী দূর্গাদাস রায় অত্র মোকদ্দমা সংক্রান্ত ই,আর ২২০/৯৪ এর অনুসন্ধানকারী, এজাহারকারী এবং মোকদ্দমায় আংশিক তদন্তকারী কর্মকর্তা ২নং সাক্ষী মহাফেজ আলী, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম, তিনি হালিশহর, সি.এসডি ১৭টি গুদামের মালামালের বাস্ত ব যাচাইয়ের নিমিত্তে ১১ সদস্য বিশিষ্ঠ কমিটি গঠন বা বিগত ১৮/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখের ৭৭নং স্মারকের আদেশ প্রদঃ ৫ প্রমান করেন। ৩নং সাক্ষী আবুল হায়াত খান জেলা নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক চট্টগ্রাম বিগত ১৮/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখের ৭৭নং স্মারকের নির্দেশ মোতাবেক আসামী বারেক হোসেনের দায়িত্বাধীন ২৪ ও ২৫নং খাদ্য গুদাম ভেরিফেকেশন এর জন্য জনাব আবুল মনসুর থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) এর নেতৃত্বে কমিটিকে দায়িত্ব অর্পন করেন। ৪নং সাক্ষী মোঃ আবুল মনসুর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর নির্দেশে হালিশহর সি.এস ডি এর ২৪ ও ২৫নং গুদামে ঘাটতি শস্যের*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১০০% ওজনে মালামালের বাস্ত্মব প্রতিপাদন করা হয় এবং উহাতে বাবু প্রনয়ন চাকমা, খাদ্য পরিদর্শক পাঁচলাইশ কর্তৃক সহযোগীতা করা, প্রতিপাদনকালে আসামী বারেক হোসেন ও সহকারী খাদ্য পরিদর্শক শামসুর রহমান উপস্থিত থাকা, ২৫নং গুদামে ১৬৫নং খামালে চাউল (আমন সিদ্ধ) ৬ টন ২০৬ কেজি ঘাটতি পাওয়া, বারেক হোসেন, মাহফুর রহমান, বাবু প্রনয়ন, চাকমা ও তাহার স্বাক্ষর যুক্ত প্রদঃ ৪, রিপোর্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরন করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ৫নং সাক্ষী এ কে এম আমিরুল ইসলাম চট্টগ্রাম জেলা দূর্নীতি দমন কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় পরিদর্শক দূর্গাদাস রায়ের নিকট হইতে হালিশহর সি.এস ডি'র ১৭/১৮টি গুদামের বিপুল পরিমান খাদ্য শস্য আত্নসাৎ এর বিষয় অবহিত হইয়া ই.আর নং-২২০/৯৪ অন্তভুক্ত ক্রমে পরিদর্শক দূর্গা দাস রায় কে অনুসন্ধান শেষে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান, প্রতিবেদন দাখিলের ১৬টি মামলা রুজু সহ পরিদর্শক দূর্গা দাস রায়কে উক্ত মোকদ্দমা সমূহের তদন্তভার অর্পন করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ৬নং সাক্ষী এস. এম শাহজাহান ৭নং সাক্ষী মোঃ আবদুল ছোবহান, ৮নং সাক্ষী মোঃ সামছুল হক, ৯নং সাক্ষী সিরাজউদৌলা জব্দ তালিকার সাক্ষী। ৬, ৭, ৮ ও ৯নং সাক্ষী তাহাদের সম্মুখে দূনীতি দমন অফিসার কর্তৃক কিছু কাগজ জব্দ করা, জিম্মা প্রদান করা ও জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করা প্রমান করিয়াছে। ১০নং সাক্ষী সাইফ মাহমুদ অত্র মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিদর্শক দূর্গাদাস রায় বদলী জনিত কারণে অন্যত্র যাওয়ায় অত্র মোকদ্দমার তদন্তভার গ্রহনক্রমে তদন্ত অন্তে আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হইয়াছে মর্মে অভিযোগ দায়ের করার কথা উল্লেখ করেন। ১১নং সাক্ষী আমিনুর রসুল হালিশহর সি.এস.ডির সহকারী ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় ২৪ ও ২৫নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ বারেক হোসেন কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় বিভিন্ন তারিখের পত্রে ম্যানেজার অবহিত করা উল্লেখ করিয়াছেন। ১২নং সাক্ষী আবদুল নবী তাহার সম্মুখে প্রদঃ ২ ও ১০ জব্দ তালিকা মুলে দূর্নীতি দমন ও অফিসার কর্তৃক কিছু কাগজপত্র জব্দ করা এবং উক্ত জব্দকৃত কাগজপত্র আদালতে উপস্থাপন করা হইয়াছে মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ১০নং সাক্ষী বাবু প্রণয়ন চাকমা হালিশহর সি.এস ডি'র ২৪ ও ২৫নং গুদামে বাস্তব প্রতিপাদনের জন্য গঠনকৃত তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির একজন সদস্য হিসাবে ২৬/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখ হইতে ১৭/৬/৯৪খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ২৪ ও ২৫ গুদামের মালামাল বাস্তব প্রতিপালন ক্রমে প্রতিবেদন দাখিল করাসহ প্রদঃ ৪ বাস্তব যাচাই প্রতিবেদনে তাহাদের সহিত গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বারেক হোসেন কর্তৃক স্বাক্ষর করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিকিউশন পক্ষের ১৪নং সাক্ষী হালিশহর সি.এস ডির তৎকালীন ম্যানেজার এ. কে. এম ফজলুর রহমান তাহার উপস্থিতিতে বিগত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৭/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে আসামী বারেক হোসেনের দায়িত্বাধীন ২৫নং গুদাম পরিমানক্রমে ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল ঘাটতি পাওয়া পরবর্তীতে কমিটিতে গঠনক্রমে আরো ঘাটতি উদঘাটিত হওয়া ২৫নং গুদামের ওজন পরিমান, ঘাটতি সম্পর্কিত প্রদঃ ৩ খামাল কার্ডে তাহার স্বাক্ষর প্রমান করেন। *অত্র মোকদ্দমার মুখ্য সাক্ষী হালিশহর সি.এস ডির তৎকালীন ম্যানেজার ১৪নং সাক্ষী এ.কে.এম ফজলুর রহমান। তিনি ১৭/৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখে আসামী বারেক হোসেনের দায়িত্বাধীন ২৫নং গুদামের ১৬৫/১০০৯৬৩নং খামালে ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপালন করেন। প্রদঃ ৩ খামাল কার্ড দৃষ্টে দেখা যায়, বিগত ৮/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে ২৫৭ বস্তা ১৯. ১০১ মেঃ টন এবং ১৭/৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখে ২৫৬ বস্তা ১৮.৮১০ মেঃ টন চাউল (আমন দেশী সিদ্ধ) আসামী বারেক হোসেন ২৫নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে গ্রহন করেন। অর্থাৎ ১৭/৫/৯৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৫নং গুদামের ১৬৫/ ১০০৯৬৩নং খামালে ৫১৩ বস্তা ৩৭.৯৯১ মেঃ টন দেশী আমন সিদ্ধ চাউল প্রাপ্ত হন। ১৪নং সাক্ষী এ কে এম ফজলুর রহমান ১৭/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপালনে প্রাপ্ত হন ৪২৯ বস্তা ৩১.৭৮৫ মেঃ টন অর্থাৎ ঘাটতির পরিমান ৬.২০৬ মেঃ টন। খামাল কার্ড প্রদ: ৩ দৃষ্টে দেখা যায় একই দিনে উক্ত খামালে ৮৪ পিস ব্যবহার যোগ্য খালি বস্তা পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ১৭/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে ২৫৬ বস্তা ১৮.৮৯০ মেঃ টন চাউল আসামী বারেক হোসেন প্রাপ্ত হন এবং ঐ তারিখ ১৪নং সাক্ষী ২৫নং গুদামের ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামালের ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদন করেন। এমতাবস্থায় পরিমাপের দিন প্রাপ্ত ২৫৬ বস্তা ১৮.৮৯০ মেঃ টন চাউল বাদ দিলে দেখা যায় বর্ণিত খামালে ৮/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে ২৫৭ বস্তা ১৯.১০১ মেঃ টন চাউল প্রাপ্তির ৯ দিন পর ১৭/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে বাস্তব প্রতিপাদনকালে ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল ঘাটতি পাওয়া যায়। মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানে ৮/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখ প্রাপ্ত ১৯.১০১ মেঃ টন দেশী আমন সিদ্ধ চাউলের মধ্যে ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল অর্থাৎ বিপুল পরিমান চাউল কি কারণে ঘাটতি হয় তাহার কোন যুক্তি যুক্ত ও গ্রহন যোগ্য বক্তব্য আসামীপক্ষ হইতে আসে নাই। অধিকন্তু উক্ত খামালে প্রাপ্ত ব্যবহারযোগ্য ৮৪ পিস খালি বস্ত্বা প্রাপ্তি সম্পর্কে আসামীপক্ষ হইতে কোন গ্রহনযোগ্য সদুত্তর আসে নাই। অর্থাৎ বর্ণিত ৮৪ বস্তার দেশী আমন সিদ্ধ চাউল কি ভাবে হাওয়া হইল তাহার গ্রহনযোগ্য কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। প্রতি বস্তায় চাউলের ধারন ক্ষমতা বিবেচনা করিলে ঘাটতি ৬.২০৬ মেঃ টন চাউলের সহিত ৮৪ পিস ব্যবহার যোগ্য খালি বস্তার সম্পর্ক রহিয়াছে।* *পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ১৪নং সাক্ষী হালিশহর সি. এস'ডির তৎকালীন ম্যানেজার এ কে এম ফজলুর রহমান ২৫নং গুদামের ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামালের ১০০% ওজনে বাস্তবে প্রতিপাদনে ৫১৩ বস্তা*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩৭.৯৯১ মেঃ টন চাউলের মধ্যে ১৭/৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখে ১০০% ওজনে প্রতিপাদনে ৪২৯ বস্তা ৩১.৭৮৫ মেঃ টন চাউল প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ মজুদ চাউলের মধ্যে ৬.২০৬ মেঃ টন ঘাটতি পান এবং ব্যবহার যোগ্য ৮৪ পিস খালি বস্তা পান। আসামীপক্ষ হইতে ১৪নং সাক্ষী কর্তৃক পরিমাপের সঠিকতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ না করায়, পরিমান ও ঘাটতির বিষয়টি আসামীপক্ষ কর্তৃক অস্বীকৃত নহে। তবে আসামীপক্ষ হইতে বিভিন্ন সাক্ষীকে জেরায় পোকা মাকড়ে আক্রান্ত হওয়ায় বা প্রাকৃতিক কারণে গুদাম স্থিত যোগ্য শস্যের ওজন কমিতে পারে মর্মে প্রমানের চেষ্টা করা হইয়াছে। আসামীপক্ষ হইতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধানমতে পরীক্ষাকালে হালিশহর সি.এস.ডি'র ম্যানেজার বরাবরে ১৪/৭/৯২ খ্রিঃ তারিখ হইতে ৫/৪/৯৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১৫টি পত্র প্রেরন ক্রমে পোকাক্রান্ত হওয়া গুদাম স্থিত মজুদ মালামাল বিনষ্ট হওয়ার হাত হইতে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ প্রমানের নিমিত্তে উক্ত পত্র সমূহের ফটোষ্ট্যাট কপি দাখিল করা হইয়াছে। কথিত মতে পোকাক্রান্ত হইয়া বা প্রাকৃতিক কারণে গুদাম স্থিত মুজদ মালামালের ওজন করিয়া যাওয়া সম্পর্কিত আসামীপক্ষের দাবীর যৌক্তিকতা নিরুপন করা যাক। যে সকল স্বীকৃত কারণে গুদামস্থিত মালামালের ওজন কমিতে পারে তন্মধ্যে পোকায় আক্রান্ত হওয়া ও দীর্ঘ দিন গুদামে থাকার কারণ অন্যতম। প্রদঃ ৩ খামাল কার্ড দৃষ্টে দেখা যায় আসামী বারেক হোসেন ২৫নং গুদামের ১৬৫/১০০৯৬৩নং খামালে বিগত ৮/৫/৯৪ তারিখে ২৫৭ বস্তা ১৯.১০১ মেঃ টন এবং ১৭/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে ২৫৬ বস্তা ১৮.৮৯০ মেঃ টন দেশী সিদ্ধ আমান চাউল গ্রহন করেন। যেহেতু একই তারিখে অর্থাৎ ১৭/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে হালিশহর সি.এস ডি'র ম্যানেজার কর্তৃক ১০০% ওজনে বাস্তব প্রতিপাদন করা হয়, এমতাবস্থায় ঐ দিন প্রাপ্ত ২৫৬ বস্তা ১৮.৮৯০ মেঃ টন চাউল ওজনে কম হওয়ার কথা নয়। কারণ সাক্ষ্য হইতে আসিয়াছে গুদামে গ্রহন ও বিতরণ কালে যথারীতি ওজন করা হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় ৮/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে ২৫৭ বস্তা ১৯.১০১ মেঃ চাউল প্রাপ্তির মাত্র ৯ম দিবসে ৬.২০৬ মেঃ টন ঘাটতির আদৌ কোন যুক্তিযুক্ত ও গ্রহনযোগ্য কারণ বিদ্যমান ছিল কিনা তাহা অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন। ৮/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখের ২৫৭ বস্তা ও ১৭/৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখের ২৫৬ বস্তার মধ্যে বাস্তব প্রতিপাদন কালে ৫১৩টি বস্তা পুর্ন ও ৮৪টি খালি পাওয়া যায়। আর প্রতিপালন কালে সংশ্লিষ্ট খামালে প্রাপ্ত ৮৪টি বস্তার সহিত ঘাটতি প্রাপ্ত চাউলের পরিমান বিবেচনা করিলে ঘাটতি চাউল যে খালি প্রাপ্ত ৮৪টি বস্তাস্থিত চাউল তাহা আর বলার আপেক্ষা রাখে না। প্রদঃ ৩ খামাল কার্ড পর্যালোচায় আরও দেখা যায় বিগত ২৬/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখ LUA নং ১০১৮২৪১ মুলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা টেকনাফ খাদ্য গুদাম বরাবরে ১২২ বস্তা ৯ মেঃ টন একই তারিখে অর্থাৎ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৬/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখ LUA নং ১০১৮২৪২ মুলে উখিয়া খাদ্য গুদামে ১১৮ বস্তা ৮.৭৪৮ মেঃ টন একই তারিখে অর্থাৎ LUA নং-১০১৮২৪৪ মুলে টেকনাফ খাদ্য গুদামে ১২২ বস্তা ৯ মেঃ টন অথ্যাৎ ৩টি LUA মুলে মোট ৩৬২ বস্তা ২৬.৭৮৪ মেঃ টন চাউল বিতরণের পর সমাপ্তি মজুদ দাড়ায় ৬৭ বস্তা ৫.০০১ মেঃ টন চাউল। উক্ত চাউল বিগত ৩০/০৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখের LUA নং-১০১৮৩০৪ মুলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কক্সবাজার খাদ্য গুদাম বরাবরে ৬৭ বস্তা ৫.০০১ মেঃ টন চাউল প্রেরন করা হয়। অর্থ্যাৎ ৮/৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখে ২৫৭ বস্তা ১৯.১০১ মেঃ টন চাউল প্রাপ্তির ৯ দিবসের মধ্যে ১৭/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখ ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল ঘাটতিসহ ৮৪ পিস ব্যবহার যোগ্য খালি বস্তা পাওয়া গেল ও ১৭/৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখে ১০০% ওজনে বাস্ত ব প্রতিপাদনে পাওয়া ৪২৯ বস্তা ৩১.৭৮৫ মেঃ টন চাউলের মধ্যে সমপরিমান সময়ের মধ্যে ২৬/৫/৯৪খ্রিঃ তারিখে ২৬.৭৮৪ মেঃ টন এবং ৩০/০৫/৯৪ খ্রিঃ তারিখে ৫.০০১ মেঃ টন অর্থাৎ ২৬.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ও ৩০.০৫.৯৪ খ্রিঃ মোট ৪২৯ বস্তা ৩১.৭৮৫ মেঃ টন চাউল বিভিন্ন খাদ্য গুদামে বিতরন করা হইলেও ঐ সময়ে ১ কেজি চাউলও ঘাটতি হওয়া খামাল দৃষ্টে পরিলক্ষিত হয়না। ০৮.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ২৫৭ বস্তা ১৯.১০১ মেঃ টন প্রাপ্ত চাউল ৯ দিনের ব্যবধানে যদি ৬.২০৬ মেঃ টন ঘাটতি হওয়ার কোন কারণ থাকে তাহা হইলে বাস্তব প্রতিপাদনের সমপরিমান সময়ের পর অর্থাৎ ২৬.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ও ৩০.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরনের সময় সমপরিমান ঘাটতি হওয়ার কথা। ইহাতে কথতি ঘাটতির কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিলনা এবং উহা যে একান্তই অসামী বারকে হোসেন কর্তৃক আত্মসাতকৃত তাহার দিবালোগের মত স্পষ্ট। মাত্র নয় দিনের ব্যবধানে ১৯.১০১ মেঃ ট দেশী সিদ্ধ অমন চাউলের মধ্যে ৬.২০৬ মেঃ টান চাউল ঘাটতি অবিশ্বাস্য বটে। প্রকৃত পক্ষে পোকাক্রান্ত হওয়ার কারনে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারনে মজুদ চাউলের ওজন কমিলে তাহা কমার ধারাবাহিকতা বিতরনকালে ও বজায় থাকার কথা, অথচ ১৭.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ১০০% ওজনে বাস্তবপ্রতিপাদনে প্রাপ্ত ৪২৯ বস্তা ২১.৭৮৫ মেঃ টন চাউলের মধ্যে ২৬.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে ও ৩০.০৫.৯৪ খ্রিঃ তারিখে বিতরনকালে এক কেজি চাউলও ঘাটতি পাওয়া যায় নাই। এমতাবস্থায়, ২৫নং খাদ্য গুদামের ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামালে ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল ঘাটতির কোন যুক্তিযুক্ত ও গ্রহনযোগ্য কারন থাকা প্রতীয়মান না হওয়ায় উহা যে, আসামী মোঃ বারেক হোসেন কর্তৃক আত্মসাৎ এর কারনে উক্ত ঘাটতি হইয়াছে তা প্রসিকিউশন পক্ষে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানে সক্ষম হইয়াছে। *যুক্তিতর্ক শুনানীকালে প্রসিকিউশন পক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি.পি উল্লেখ করেন, আসামী মোঃ বারেক হোসেনের সার্ভিস বহি দৃষ্টে দেখা যায়, তিনি সিলেটে কর্মরত থাকাকালে আত্মসাতের অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয়*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোকদ্দমা রুজু এবং অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ২৯,২২৯.০০ টাকা তাহার বেতন হইতে কর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইহাতে আসামী যে অত্র ঘটনার পূর্ব হইতে আত্মসাৎ এর সহিত জড়িত তাহা প্রতীয়মান হয়। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ বিশেষ পি.পি'র উক্ত বক্তব্যের প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে তলবকৃত আসামীর সার্ভিস বহি পর্যালোচনায় সমর্থিত হয় এবং আসামী পক্ষ হইতেও তাহা অস্বীকার করা হয় নাই। যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী ২৫নং গুদামের ১৬৫/১০০৯৪৩ নং খামালে ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল ঘাটতি স্বীকার পূর্বক বলেন, খাদ্য বিভাগে ঘাটতি স্বীকৃত রেওয়াজ। খাদ্য বিভাগে ঘাটতি কর্মচারী/কর্মকর্তার বেতন হইতে কর্তনের বিধান রহিয়াছে। ঘাটতি হইলে যে উহা আত্মসাৎ নহে তৎ সমর্থনে *Pakistatn criminal Law Journal 1968* এর ৩৫৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ বনাম রাষ্ট্র মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত উল্লেখ পূর্বক বলেন, উক্ত মোকদ্দমার ঘটনার সহিত অত্র মোকদ্দমার ঘটনার যথেষ্ট সাজুয়া বিদ্যমান। উল্লেখিত মোকদ্দমাটি খাদ্য বিভাগের ঘাটতি সম্পর্কিত। উক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হইয়াছে। গুদামে মজুদ মালামালের ঘাটতির কারণে আসামীর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারার বর্ণিত আত্মসাৎ কিংবা ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ *Criminal Misconduct* এর অপরাধ রক্ষনীয় নহে। বরং এরূপ ঘাটতির ক্ষেত্রে খাদ্য বিভাগের রীতি মোতাবেক বিভাগীয় মোকদ্দমার মাধ্যমে ক্ষতিপুরন আদায় যথাযথ মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামীপক্ষের বক্তব্য বর্ণিত নজিরটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্ণিত মোকদ্দমায় দীর্ঘ ০৯ বৎসর অধিকাল গুদামে মজুদ রাখার পর বিতরণ কালে একটি সেলে ১৫২ মন ১৭ সের ঘাটতি উদঘাটিত হয়। আর কথিত ঘাটতিটি স্বয়ং আপীল্যান্ট আসামী কর্তৃক উদঘাটিত হয়। উক্ত মোকদ্দমার প্রেক্ষাপটের সহিত অত্র মোকদ্দমার প্রেক্ষাপটের যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। উক্ত মোকদ্দমায় ঘাটতি সম্পর্কে আপীল্যান্ট আসামী কর্তৃক সরকারী প্রয়োজনে বাওয়াল নগর খাদ্য বিভাগের কার্যালয়ের যাওয়ায় এবং তাহার অনুপস্থিত কালীন কাহারো দ্বারা গম চুরি হওয়ার সম্ভব না, বিধি মোতাবেক ষ্টক সিল না করা, খাদ্য বিভাগ হইতে তালা সরবরাহ না করায় খাদ্য শস্যের গুদামের সেলে তালা বন্ধের ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ আসামী কর্তৃক প্রথম হইতে কথিত ঘাটতি শস্যের জিম্মাদার হিসাবে তাহার উপর অর্পিত দায় দায়িত্বের দ্বিধাহীন স্বীকৃতি সহ স্বয়ং ঘাটতি উদঘাটনের বিষয়টি বিজ্ঞ আদালত বিবেচনা করিয়াছে এবং উক্ত মোকদ্দমার সার্বিক দিক পর্যালোচনায় আসামীর *Lack of proper controal/supervison* এর জন্য কথিত ঘাটতিটি সংঘটিত হওয়া প্রতীয়মান হওয়ায় আপীল্যান্ট আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করেন এবং আত্নসাত কিংবা *Criminal*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Misconduct এর অপরাধ সংঘটিত হয় নাই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বর্ণিত মোকদ্দমার প্রেক্ষাপটের সহিত অত্র মোকদ্দমার সার্বিক প্রেক্ষাপটের কোন সাজুয়া নাই। মাত্র নয় দিনের ১৯.১০১ মেঃ টন চাউলের মধ্যে ৬.২০৬ মেঃ টন বিপুল পরিমান চাউল ঘাটতি আত্নসাৎ ব্যতীত আর কিভাবে সংঘঠিত হইতে পারে? আর পোকাক্রান্ত বা প্রাকৃতিক কারণে যদি কথিত ঘাটতি হইত, তাহা হইলে পরবর্তীতে মজুদ মালামালের বিতরনকালে ঘাটতির ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হইত। এমতাবস্থায় সার্বিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী হিসাবে হালিশহরস্থ সি.এস ডির ২৫নং খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ৭০,৩৭৬.০৪ টাকা মূল্যের ৬.২০৬নং টন চাউল আত্নাসাৎ বাবদ দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দূর্ণীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানে সক্ষম হওয়ার আসামী তৎ বাবদ শাস্তি লাভ বাধ্য। *অতএব* *হুকুম হইল* *আসামী মোঃ বারেক হোসেনকে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ০২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ৭০,৭৩৬.০০ টাকা জরিমানার দন্ডে দন্ডিত করা হইল। জরিমানা অনাদায়ে আসামী আরও ০৩ (তিন) মাস সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করিবে। আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ প্রমানিত হওয়া সত্বেও তৎ বাবদ পৃথক শাস্তি প্রদান করা হইল না।* আমার জবানীতে টাইপকৃত ও শুদ্ধিকৃত *স্বা/-মোঃ হাবিবুর রহমান ৮/৫/২০০৫ বিভাগীয় স্পেশাল জজ চট্টগ্রাম, সীল-বিভাগীয় স্পেশাল জজ চট্টগ্রাম।* *স্বাক্ষর/-মোঃ হাবিবুর রহমান ৮/৫/২০০৫ বিভাগীয় স্পেশাল জজ চট্টগ্রাম সীর-বিভাগীয় স্পেশাল জজ চট্টগ্রাম।* **মামলার রেকর্ড ও সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী ২৫নং গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকাবস্থায় ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামালে বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.১৯৯৪ তারিখে ২৫৭ বস্তায় ১৯,১০১ মেঃ টন চাউল এবং বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.১৯৯৪ তারিখে ২৫৬ বস্তায় ১৮,৮৯০ মেঃ টন চাউল মোট ৫১৩ বস্তায় ৩৭,৯৯১ মেঃ টন চাউল গ্রহন করেন। কিন্তু বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.১৯৯৪ তারিখে উক্ত গুদামের ম্যানেজার এ,কে,এম ফজলুর রহমান (রাষ্ট্রপক্ষের ১৪নং সাক্ষী) অত্র আসামীর উপস্থিতিতে উক্ত ২৫নং গুদামে রক্ষিত চাউল পরিমাণ করে উক্ত গুদামে**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মোট ৬,২০৬ মেঃ টন চাউল ঘাটতি পান। উক্ত ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে কমিটি গঠন করে সরেজমিনে পুনরায় পরিমাপ করে কমিটি ঘাটতি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে বর্তমান মামলাটি রুজু করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, মামলার সময় থানা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (টেকনিক্যাল) হিসাবে চট্টগ্রাম জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসে কর্মরত থাকাকালীন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে হালিশহর সি,এস ডি ২৪/২৫ নং গুদামে খাদ্য শস্যের ১০০% ওজনে মালামালের বাস্তব প্রতিপাদন করেন। বাস্তব প্রতিপাদনের সময় তাকে সহযোগীতা করেন বাবু প্রনয়ন চাকমা, খাদ্য পরিদর্শক, পাঁচলাইশ। প্রতিবেদনকালে ২৪/২৫নং খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা বারেক হোসেন ও শামসুর রহমান সহকারী খাদ্য পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিপাদনে গুদামে যে সব মালামাল পাওয়া যায় তা ১০০% ওজন করা হয়। ওজন কালে যে সমস্ত ঘাটতি পাওয়া এবং মালামাল পাওয়া যায় তা গুদাম কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তার স্বাক্ষরে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করা হয়। ২৫নং গুদাম এর ১৬৫ নং খামালে চাউল (আমন সিদ্ধ) ঘাটতির পরিমান ৬ টন ২০৬ কেজি। বারেক হোসেন, মাহফুজুর রহমান, বাবু প্রনয়ন চাকমা এবং তার স্বাক্ষরে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। তিনি উক্ত রিপোর্ট প্রদঃ ৪ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং উক্ত রিপোর্টে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৪/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন। রাষ্ট্রপক্ষের ১৪নং সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, বিগত ইংরেজী ১৩.০৪.১৯৯৩ তারিখ হতে ২০.০৬.১৯৯৪ তারিখ পর্যন্ত হালিশহর সি,এস,ডি এর ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার কার্যকালীন ২৪ ও ২৫ নং গুদামের দায়িত্বে ছিলেন আসামী মোঃ বারেক হোসেন। ঐ সময় বারেক হোসেনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ২৪ ও ২৫ নং খাদ্য গুদামে মালামাল ঘাটতি উদঘাটিত হয়। তার উপস্থিতিতে বিগত ইংরেজী ১৩.০৫.১৯৯৪ তারিখ হতে বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.১৯৯৪ তারিখের মধ্যে পরিমাপ করা হয়। ২৪ নং গুদামে ৪০.১৭২ মেঃ টন গম এবং ২৫নং গুদামে ৬.২০৬ মেঃ টন চাল ঘাটতি পাওয়া যায়। তিনি অন্যত্র বদলী হওয়ার পর একটি কমিটি গঠন করা হয়। আরো ঘাটতি উদঘাটিত হয়। ২৫নং গুদামে ওজন পরিমাপ, ঘাটতি সম্পর্কিত খামাল কার্ডে তার স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামাল কার্ড প্রদঃ ৩ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদঃ ৩/১ হিসেবে চিহ্নিত করেন। উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অত্র আপীলকারী ২৫নং গুদামের দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকাকালে তার জিম্মায় থাকা ১৬৫/১০০৯৬৩ নং খামালে ৬.২০৬ মেঃ টন চাউল কম পাওয়া যায় এবং তৎসংক্রান্তে সাক্ষীদ্বয় দালিলিক সাক্ষ্য

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আদালতে দাখিল করেন। রাষ্ট্রপক্ষের অন্যান্য সাক্ষীগণ উক্ত সাক্ষীদ্বয়ের বক্তব্য সমর্থন করেন।

স্বীকৃতমতেই মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানে ১৯,১০১ মেট্রিক টন চাউলের মধ্যে ৬,২০৬ মেট্রিক টন চাউল ঘাটতি অবিশ্বাস্য এবং কোনভাবেই আইনের দৃষ্টিতে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। পোকাক্রান্ত হওয়ার কারনে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারনে ওজন কমতে পারে সত্য কিন্তু ৯ দিনের মাথায় এত ব্যাপক পরিমান তথা সীমাতিরিক্ত ঘাটতি অসম্ভব। বিগত ইংরেজী ১৭.০৫.১৯৯৪ তারিখে ১০০% ওজনে বাস্তবে প্রতিপালনে ৪২৯ বস্তা ৩১,৭৮৫ মেট্রিক টন চাউলের মধ্যে ২৬.০৫.১৯৯৪ তারিখে ও ৩০.০৫.১৯৯৪ তারিখে বিতরণকালে এক কেজি চাউলও ঘাটতি পাওয়া যায় নাই। ২৫নং খাদ্য গুদামে ১৬৫/১০০৯৬ নং খামালে ৬,২০৬ মেট্রিক টন চাউল ঘাটতির কোন যুক্তিযুক্ত ও গ্রহনযোগ্য কারণ থাকা প্রতীয়মান না হওয়ায় উহা আসামী কর্তৃক আত্মসাৎ এর কারণে উক্ত ঘাটতি হয়েছে তা প্রসিকিউশন পক্ষ তথা রাষ্ট্র পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও আপীলকারী মোঃ বারেক হোসেন এর সার্ভিস বই দৃষ্টে দেখা যায় তিনি সিলেটে কর্মরত থাকাবস্থায় আত্মসাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু এবং অভিযোগ প্রমানিত হওয়ার ২৯,২২৯.০০ টাকা তার বেতন হতে কর্তন করা হয়। অর্থাৎ পূর্ব হতেই তিনি আত্মসাৎ এর সাথে জড়িত প্রতীয়মান।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামী মোঃ বারেক হোসেনের বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী হিসেবে হালিশহরস্থ সি,এস,ডির ২৫নং খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে ৭০,৩৭৬.০৪ টাকা মুল্যের ৬,২০৬ মেট্রিক টন চাইল আত্মসাৎ বাবদ দন্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। আপীলটি না-মঞ্জুর যোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হল।

বিজ্ঞ বিভাগীয় স্পেশাল জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৫৮/১৯৯৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০০৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল।

অত্র রায় ও আদেশের নথী বিজ্ঞ বিচারিক আদালত প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীলকারীকে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হল।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ